NAAC কর্তৃক মূল্যায়িত

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

পত্রিকা
২০২৩

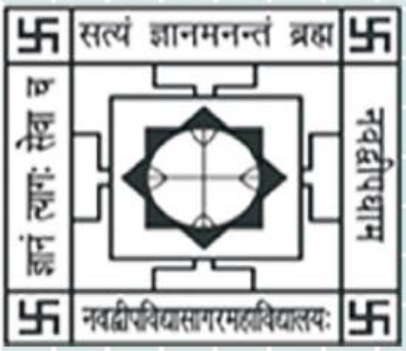

"We learn from failure, not from success !"

BRAM STOKER

প্রকাশনা উপসমিতি

অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্তী (আহ্বায়ক)
অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
অধ্যাপিকা ডঃ মৌসুমী রায় চৌধুরী(অতিথি সদস্য)
অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা
অধ্যাপক শ্রী রূপেন মণ্ডল
শিক্ষাকর্মী শ্রী অশোক দে

—ঃ মুদ্রণে ঃ—
অঞ্জন এন্টারপ্রাইজ
রাজা মার্কেট, কলোনী মোড়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মোঃ— ৯৮৩১২০৭১৭০

শ্রদ্ধায়—স্মরণে

সময়ের সরণী বেয়ে অবশেষে পেরিয়ে এলাম আরও একটি বছর। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ২০২৩-এ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের বৈচিত্রপূর্ণ লেখনী ও চারুকলার সম্ভারে। বিগত সময়ের **COVID-19** এর ক্ষত ভুলে আমরা এখন এগিয়ে চলেছি, তবুও চলার শেষ নেই। **Online** মাধ্যমে এই প্রকাশ সত্যিই আনন্দের যেখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখনী ও অনন্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই আনন্দের মুহূর্তে আজ অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। তাই এই সূচনাপর্ব সেই সকল মানুষজনের প্রতি স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সফল হয়ে উঠুক—

"মম দুঃখের সাধন, যবে করিনু নিবেদন
তব চরণ তলে - শুভলগন গেল চলে—"

আমরা গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করি সেইসব মানুষজন, দেশ-বিদেশের অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যাঁরা চিরবিদায় নিয়েছেন - সিঁডনি পয়টিয়ার, জেমস্ কান, এ্যানি হেচেল, এ্যাঞ্জেলা লান্সবারি, বাপি লাহিড়ি, পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, রাজু শ্রীবাস্তবা, বিক্রম গোখেল, অরুণ বালি এবং আরও অনেকে, তাঁদের আমরা স্মরণ করি ও শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করি।

এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করি এইসময়কালে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের, যাঁদের আমরা হারিয়েছি। প্রতিটি শোকগ্রস্থ পরিবারকে আমাদের সমবেদনা। কামনা করি অসুস্থের দ্রুত ব্যধি নিরাময় এবং প্রার্থনা করি এক নতুন উন্মুক্ত জীবনের—

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে।"

PUNDARIKAKSHYA SAHA
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Baralghat Road
Nabadwip Nadia
M 8389072500
6294182495

Date ২৩/০৬/২০২৪

শুভেচ্ছাবার্তা

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের নাম যদি শিক্ষা হয়, তবে বিদ্যালয় বা কলেজ পত্রিকা হল সেই বিকাশের প্রথম সোপান। নানা উপাদানে যেমন একটি বীজ অঙ্কুর থেকে মহীরুহে পরিণত হয়, তেমন বৈচিত্র্যময় শিক্ষার বিবিধ অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ মানুষ তৈরি হয়। সেই কারণেই শুধু পুঁথিগত শিক্ষাকেই ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলা যায় না। প্রত্যেক মানুষের ভেতরে প্রতিভার বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তা অঙ্কুরিত হয়। মানুষের মনের জমিকে ভালো করে কর্ষণ না করলে সৃষ্টির গাছ মুকুলিত হয় না। কলেজ পত্রিকা হল যৌবন উদ্যানের সূর্য। সেই সূর্যের দীপ্তিতে উদ্যানে ফোটে ভাবনার ফুল। হৃদয়ের শত বাসনা, শত আবেগ কালো কালির রেখায় রেখায় বাণীমূর্তি লাভ করে কলেজ পত্রিকার পাতায় পাতায়। দর্পণে যেমন বস্তুর পূণাঙ্গ অবয়ব প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনি একটি কলেজ পত্রিকায় সেই মহাবিদ্যায়ের সামগ্রিক পরিচয় ধরা পড়ে। শুধু উদরপূর্তি করে বেঁচে থাকা তো মানুষের লক্ষ্য নয়। ধূপ না পোড়ালে তার সুগন্ধি বোঝা যায় না। ভাবনার বহিঃপ্রকাশই হল ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তরুণ-তরুণীরাই তো দেশের সম্পদ। যৌবশক্তির উদ্বোধন না হলে দেশের উন্নতি হয় না। কলেজ পত্রিকা হল প্রতিভার গঙ্গোত্রী। সেখান থেকেই সাহিত্য প্রকরণের বিষয়গুলির অঙ্কুরোদ্গম হয়। আশাকরি নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক পত্রকায় যৌবনের উদ্বোধন ঘটবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যমে এই পত্রিকার লেখাগুলি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ কবে। আমি আন্তরিকভাবে সেই কামনাই করি।

প্রতি,
অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ।

(শ্রীপুন্ডরীকাক্ষ সাহা)
সদস্য
৮৪ নং নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র
পশ্চিমবঙ্গ

বিমানকৃষ্ণ সাহা
পৌরপ্রধান
নবদ্বীপ পৌরসভা
Biman Krishna Saha
Chairman
Nabadwip Municipality

✆ : এস. টি. ডি.- ০৩৪৭২, অফিসঃ ২৪০-০০৮, ২৪১-২৭৯
✆ : বাড়ীঃ ২৪০-৫৫০ মো-৯৩৩২৪২২৭০৪
নবদ্বীপ, নদীয়া।
পিন-৭৪১৩০২
✆ : S.T.D.– 03472, Office : 240-008, 241-279
✆ : Resi. : 240-550 Mob. : 9332422704
Nabadwip, Nadia.
Pin.– 741302

Date 05/04/2025

শুভেচ্ছাবার্তা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ শহরের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাচীনত্বের দিক থেকেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গৌরবের দাবিদার। একদা 'বাংলার অক্সফোর্ড' অভিধায় ভূষিত নবদ্বীপ আজ হেরিটেজ শহরের মর্যাদা লাভ করেছে। চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলার ইতিহাসে এই শহর একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। সম্প্রীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে এই শহর আজও 'ভারত-প্রদীপ'। সেই সুমহান ঐতিহ্যধারায় বিদ্যাসাগর কলেজ স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। এই কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে জেনে প্রীতিপ্রাপ্ত হয়েছি। কেননা, মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা হল তরুণ প্রতিভার বিকাশ-মাধ্যম। শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে এ পত্রিকার পাতায়। তাদের প্রতিভা মুকুল বিকশিত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির সমূহ বিনাশে তরুণ প্রজন্মের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের লেখনীতে এক আলোকিত জীবনের বার্তা বাণীরূপ লাভ করুক - এই কামনা করি।

Board of Council ESTD.-1863 Nabadwip Municipal...

পৌরপতি
নবদ্বীপ পৌরসভা

পৌরপতি
নবদ্বীপ পৌরসভা

(03472) 240-014
Nabadwip Vidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. *Date :*

অধ্যক্ষের কলমে—

"নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা- ২০২৩" প্রকাশিত হতে চলেছে। প্রতিবারের মতো এই বারেও এই সংবাদে আমি আনন্দিত। পঠন পাঠনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর এই পত্রিকার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। আমাদের কলেজ এ্যাকাডেমিক এবং নানাবিধ কাজে যেমন ছাত্রভতি, শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আরও কিছু কাজ অগ্রগতির পথে এবং দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে সকলের সাহচর্য্যে আমরা সুন্দর ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাব সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে। সকল ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

Principal
Nabadwip Vidyasagar College
Nabadwip, Nadia-741302

(03472) 240-014
Nabadwip Vidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. *Date :*

শুভেচ্ছাবার্তা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা- ২০২৩ প্রকাশনা প্রতিবারের মতোই এক অভাবনীয় সাফল্য। এই সংবাদ আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং আনন্দিত। প্রতিবারের মতো এই বছরেও এই পত্রিকা তার নিজস্বতায় জ্বাজ্বল্যমান। ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের লেখনীতে কল্পনার বিস্তার শিক্ষার অঙ্গনে তাদের দেশ ও দশের প্রতি কর্তব্য, সামাজিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখবে - আমার বিশ্বাস। পত্রিকার সাথে সম্পর্কিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

শুভেচ্ছান্তে—
পঙ্কজ সরকার
সম্পাদক
শিক্ষক সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

(03472) 240-014
Nabadwip Vidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. *Date :*

শুভেচ্ছাবার্তা

প্রতি বছরের মত, ২০২৩ এর কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশনার খবরে আনন্দিত হলাম। বার্ষিক এই প্রকাশনা সত্যিই এক অভাবনীয় সাফল্য। ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের সাথে অন্যান্য দক্ষতা প্রাশের এই মঞ্চ প্রতিবছরই নতুন নতুন সংযোজন করে কলেজের এই ম্যাগাজিনে। তাদের লেখনীতে কল্পনার চিন্তার বিস্তার শিক্ষার অঙ্গনে তাদের দায়িত্ব বোধের পরিচয় রাখবে এ আমার বিশ্বাস।

পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

শুভেচ্ছান্তে—

সম্পাদক
কর্মচারী সমিতি
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ
ঃ মূল–ভাবনা ঃ	
আমার কথা	০১-০৩
কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ	০৪
আমাদের শিক্ষকমন্ডলী	০৫-০৬
আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	০৭-০৮
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের (২০২০-২১) দাবী ও সাফল্য	০৯
ঃ কবিতা ঃ	
নারী স্বাধীনতা	১০
ফিরে দেখা ছেলেবেলা	১১
প্রথম প্রতিশ্রুতি	১২
বেদখল	১৩
স্বাধীনতার ৭৫	১৪
ঃ গল্প ঃ	
স্বপ্ন-গল্প-সত্য	১৫-১৭

বিষয়	পৃঃ
ঃ কিছু স্মৃতি ঃ	
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ছবি	১৮
প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন	১৯
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন	২০
এন.এস.এস. এবং এন. সি.সি. প্রোগ্রাম	২১
কলেজের শিক্ষক সংসদ ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	২২
ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ	
বাংলা বিভাগ, বটানি বিভাগ, দর্শন বিভাগ	২৩
রসায়ন বিভাগ, পরিবেশ বিভাগ, ভুগোল বিভাগ	২৪
ঃ দেওয়াল পত্রিকা ঃ	২৫-২৮
পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ, বটানি বিভাগ, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, ইংলিশ বিভাগ, রসায়ন বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, জীববিদ্যা বিভাগ, সংস্কৃত বিভাগ, বাংলা বিভাগ	
ঃ চিত্রাঙ্কণ ঃ	
চিত্রাঙ্কণ	২৯ -৩০

আমার কথা

সোনার বাংলার সুপ্রাচীন ও সুপরিচিতি সম্পন্ন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ আমাদের সবার প্রিয়। আমাদের শহর নবদ্বীপকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত। সেই গৌরবভূমির বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের এই সুবিশাল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। যতদিন গড়িয়েছে নবদ্বীপের সাথে সাথে এই কলেজের গৌরব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষা অনুরাগীর সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী হিসাবে আমি গর্বিত। এই বাকি কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন সহ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখেই মহাবিদ্যালয় এর অনার্স, পাস কোর্সের আসন সংখ্যা ও সাফল্যের হার বাড়ানো, পাঠাগার, স্মার্ট ক্লাসরুম, গবেষণাগার সহ মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন এমনকি এর দূর শিক্ষার মাধ্যমে মহা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন গতি সঞ্চারসহ সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে এই কলেজে।

কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই কলেজের মূল ভিত্তি। কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যদি আমাদের সঙ্গ না দিত তাহলে হয়তো আমাদের উন্নতির গতি কিছুটা ব্যাহত হত। সবশেষে কলেজ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কলেজ পত্রিকা প্রকাশের জন্য কলেজের সর্বস্তরের কাছ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

দিশা ভট্টাচার্য্য
বি.এ অনার্স (SEM-I)

আমার কথা

‘বিদ্যার সাগর তুমি
বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি
সেই জানে মনে।”

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত আমাদের মহাবিদ্যালয় দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষাদান করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের উচ্চস্তরের নানান কাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগের কলেজের থেকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। দূরদূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ বেড়েছে।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকভাবে কলেজের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দর সুচারুভাবে কলেজের পঠন-পাঠন ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলে। নবদ্বীপের একমাত্র কলেজে এখন এম.এ ক্লাসে বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ানো হয়। এই কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জানাই প্রণাম। ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনাকালে সবাই ভালো থেকো সুখে থেকো এই কামনা করি এবং শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখছি। ২০২৩ বর্ষের কলেজে পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

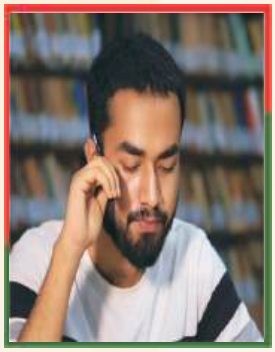

বিজয় দেবনাথ
ইতিহাস অনার্স (SEM-VI)

আমার কথা

‘বিদ্যার সাগর তুমি
বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি
সেই জানে মনে।”

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত আমাদের মহাবিদ্যালয় দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষাদান করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের উচ্চস্তরের নানান কাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগের কলেজের থেকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। দূরদূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ বেড়েছে।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকভাবে কলেজের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দর সুচারুভাবে কলেজের পঠন-পাঠন ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলে। নবদ্বীপের একমাত্র কলেজে এখন এম.এ ক্লাসে বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ানো হয়। এই কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জানাই প্রণাম। ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনাকালে সবাই ভালো থেকো সুখে থেকো এই কামনা করি এবং শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখছি। ২০২৩ বর্ষের কলেজে পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

রজত সাহা
বাংলা অনার্স (SEM-VI)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ, নদীয়া

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ

১।	শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা	- সভাপতি, পরিচালন সমিতি (পৌর প্রধান, নবদ্বীপ পৌরসভা)
২।	ডঃ স্বপন কুমার রায়	- অধ্যক্ষ, সম্পাদক পরিচালন সমিতি
৩।	ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য	- সদস্য (পঃবঃ সরকার, শিক্ষা দপ্তর প্রেরিত)
৪।	ডঃ প্রসেনজিৎ সাহা	- সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৫।	ডঃ শর্মিষ্ঠা মাইতি	- সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৭।	অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী	- শিক্ষক প্রতিনিধি
৮।	অধ্যাপক অখিল সরকার	- শিক্ষক প্রতিনিধি
৯।	অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র	- শিক্ষক প্রতিনিধি
১০।	শ্রী অশোক দে	- শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

কলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা কল্যাণী রায়
২। অধ্যাপিকা ডঃ তপতী ঠাকুর
৩। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু
৪। অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা

সংস্কৃত বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
২। অধ্যাপক বিপ্লব বাগদী
৩। অধ্যাপক নিতাই পাল
৪। অধ্যাপিকা নন্দিতা দাস
৫। অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য (SACT)
৬। অধ্যাপিকা স্বাতী ভট্টাচার্য (SACT)

দর্শন বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ বৈশাখী বর্মণ
২। অধ্যাপিকা শম্পা দাস
৩। অধ্যাপিকা দেবমিতা চৌধুরী (SACT)
৪। অধ্যাপক শুভম দাস (SACT)
৫। অধ্যাপক কিশোর পাল (SACT)

ইতিহাস বিভাগ

১। অধ্যাপক নির্মল কুমার হাটী
২। অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
৩। অধ্যাপক ডঃ অখিল সরকার
৪। অধ্যাপক দীপক হাজরা
৫। অধ্যাপিকা তারামণি তরফদার (SACT)
৫। অধ্যাপিকা শ্রাবন্তি দাস (SACT)
৫। অধ্যাপিকা শ্রাবন্তি দাস (SACT)

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক সুধাংশু মন্ডল
২। অধ্যাপক আব্দুর লতিফ শেখ (SACT)
৩। অধ্যাপিকা পূজাশ্রী চক্রবর্তী (SACT)

অর্থনীতি বিভাগ

১। অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
২। অধ্যাপক ডঃ অনুপ কুমার সাহা

ইংরাজি বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
২। অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র
৩। অধ্যাপক রুপেন মণ্ডল
৪। অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক দেবাশিস দাশ
২। অধ্যাপক সমীর মিত্র
৩। অধ্যাপক রিন্টু মাহন্ত
৪। অধ্যাপক সোমনাথ পাল (SACT)
৫। অধ্যাপিকা অনিতা রায় (SACT)
৬। অধ্যাপক সুব্রত দাস (SACT)

ভূগোল বিভাগ

১। অধ্যাপিকা শিল্পী মণ্ডল (SACT)
২। অধ্যাপক ফারুক বিশ্বাস (CWTT)
৩। অধ্যাপিকা সায়নী সাহা (Academic Counselor)
৪। অধ্যাপিকা মীণাক্ষী মণ্ডল
(Academic Counselor)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

বিজ্ঞান বিভাগ

গণিত বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসাদ আচার্য
৩। অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতি
৪। অধ্যাপক ডঃ চিন্ময় বিশ্বাস
৫। অধ্যাপক শুভজিৎ সেন (SACT)

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ প্রভাস মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু গণাই
৩। অধ্যাপক রাজকুমার মণ্ডল
৪। অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস
৫। অধ্যাপিকা নিদর্শনা গুহ (SACT)
৬। অধ্যাপক সুদীপ্ত মোদক (SACT)

রসায়ন বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ মৌসুমী রায়চৌধুরী
২। অধ্যাপক পঙ্কজ সরকার
৩। অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী
৪। অধ্যাপিক ডঃ সন্দীপ সাহা
৫। অধ্যাপিকা মণিষা দাস (SACT)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস
৩। অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা
৪। অধ্যাপক অনিকেত বিশ্বাস
(Academic Counselor)
৫। অধ্যাপিকা চন্দ্রিমা মজুমদার
(Academic Counselor)

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ স্বাতী দাশ (সুর)
২। অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্ত্তী
৩। অধ্যাপক অমিত হালদার
৪। অধ্যাপক ডঃ কৌশিক সেনগুপ্ত (SACT)
৫। অধ্যাপিকা ডঃ দময়ন্তী ভট্টাচার্য (SACT)

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অনির্বাণ বিশ্বাস (SACT)
২। অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা সাহা (SACT)
৩। অধ্যাপক কিরণ ভট্টাচার্য
(Academic Counselor)

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

১। অধ্যাপিকা নিমিষা রায় (SACT)
২। অধ্যাপক অনির্বাণ ভরসা (CWTT)
৩। অধ্যাপক দেব ব্রত দাস (Academic Counselor)
৪। অধ্যাপক প্রসেনজিৎ দাস
(Academic Counselor)
৫। অধ্যাপক ব্রজকিশোর নাথ
(Academic Counselor)

বাণিজ্য বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ প্রণব নাগ
২। অধ্যাপক ডঃ স্বপন কুমার রায় (অধ্যক্ষ)
৩। অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ দাশগুপ্ত
৪। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক ডঃ তপন কুমার সামন্ত
৬। অধ্যাপক ডঃ অমিত কুমার চক্রবর্তী
৭। অধ্যাপক অমিত কুমার বিশ্বাস (SACT)

শারীরতত্ত্ব বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক দেবব্রত বিশ্বাস
২। অতিথি অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ সরকার
৩। অতিথি অধ্যাপক নিশীথ কুমার সরকার

গ্রন্থাগার বিভাগ

১। শ্রী অমলেন্দু দাস — গ্রন্থাগারিক

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অফিস কর্মী

১।	শ্রী অশোক দে	-	কোষাধ্যক্ষ
২।	শ্রী বাদল দত্ত	-	হিসাবরক্ষক (অস্থায়ী)
৩।	শ্রী তরুণ কান্তি ঘোষাল	-	করণিক (অস্থায়ী)
৪।	শ্রী দেবব্রত মোদক	-	করণিক (অস্থায়ী) এন.সি.সি. অফিস কর্মী
৫।	শ্রী অনির্বাণ ঘোষ	-	করণিক (অস্থায়ী)
৬।	শ্রী সিদ্ধার্থ গুঁই	-	করণিক (অস্থায়ী)
৭।	শ্রী জয়দেব দাস	-	পিওন
৮।	শ্রী গণেশ ভট্ট	-	দারোয়ান
৯।	শ্রী আনন্দ হাড়ি	-	পিওন
১০।	শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১১।	শ্রী মিঠুন দে	-	করণিক (অস্থায়ী)
১২।	শ্রী সোমনাথ মল্লিক	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান (অস্থায়ী)
১৩।	শ্রী জগন্নাথ নাথ	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৪।	শ্রী সৌরভ দেবনাথ	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৫।	শ্রীমতি ঝুমা সাহা	-	করণিক (অস্থায়ী)
১৬।	শ্রী দিব্যেন্দু রাহা	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী মনোতোষ সরকার	-	বীক্ষণাগার কর্মী
২।	শ্রী সৌমেন কুমার দাস	-	বীক্ষণাগার কর্মী

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী সুরাজ বণিক	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১।	শ্রী সাধন বণিক	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পদার্থ বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী গৌরচন্দ্র ঘোষ	-	বীক্ষণাগার কর্মী
২।	শ্রী ভাস্কর দেবনাথ	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
৩।	শ্রী স্বপন দেবনাথ	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

রসায়ন বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রীমতি সোমা সাহা	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
২।	শ্রীমতি মাধুরি সাউ	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

শারীর বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী নিমাই মিত্র	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

ভূগোল বিভাগ

১।	শ্রী রেহান শেখ	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

সংস্কৃত বিভাগ

১।	শ্রীমতি দীপ্তি দাস বৈরাগ্য	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
২।	শ্রীমতি মীনা ভট্ট	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)

গ্রন্থাগার বিভাগ

১।	শ্রী নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)
২।	শ্রী দীপঙ্কর দাস	-	গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)
৩।	শ্রী সুরজিৎ নন্দী	-	করণিক (অস্থায়ী)

এন.এস.ও.ইউ বিভাগ

১।	শ্রী মলয় কুমার চৌধুরী	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)

মালি

১।	শ্রী গৌতম ঘোষ	-	অস্থায়ী কর্মী

সুইপার

১।	শ্রীমতি ধানিয়া হাড়ি	-	অস্থায়ী কর্মী

নাইট গার্ড

১।	শ্রী গৌতম দাস	-	অস্থায়ী কর্মী

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র–ছাত্রীদের দাবী

১। নতুন রূপে কলেজ সাজিয়ে তোলা।
২। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অভাব অভিযোগ খতিয়ে দেখা ও সমস্যার সমাধান করা।
৩। কলেজের সাইকেল গ্যারেজের আয়তন বৃদ্ধি করা।
৪। কলেজ N.C.C. ও N.S.S. কে আরও সক্রিয় করা।
৫। কলেজে যথেষ্ট পরিমাণে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা।
৬। কলেজ Book Bank এর ব্যবস্থা করা।
৭। কলেজ প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরী করা।
৮। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক / পুরো কমপেনশেসনের ব্যবস্থা করা।
৯। মাস কমিউনিকেশন এবং কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
১০। সমস্ত B.Sc. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গবেষণাগারের (আধুনিক যন্ত্রাদিসহ) ব্যবস্থা করা।
১১। কলেজে পাণীয় জলের ব্যবস্থা আরো উন্নত করা।
১২। কলেজে ব্যবহার যোগ্য বাথরুম এর উন্নতি সাধন করা।
১৩। লেডিস SC/ST Hostel চালু করা
১৪। বয়েজ SC/ST Hostel চালু করা।
১৫। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবহন ভাতা চালু করা।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র–ছাত্রীদের সাফল্য

১। কলেজের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২। কলেজ লাইব্রেরীতে Online e-book এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩। Geography তে পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৪। Computer Science এ পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৫। Physical Education বিভাগ চালু করা হয়েছে।
৬। স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করা হয়েছে।
৭। অনার্স ও পাশ কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮। বিভিন্ন শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
৯। অত্যাধুনিক কলেজ অফিস তৈরী করা হয়েছে।
১০। লাইব্রেরীকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
১১। অনেকগুলো ক্লাসরুমকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
১২। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Multi-Gym-র ব্যবস্থা হয়েছে।
১৩। নতুন করে কলেজকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।
১৪। লেডিস Hostel চালু হয়েছে। (সকলের জন্য)
১৫। বয়েজ SC/ST Hostel চালু হয়েছে।
১৬। কলেজ ক্যান্টিন শুরু হয়েছে।
১৭। উপযুকক্ত সেমিনার কক্ষ তৈরী হয়েছে।
১৮। কলেজে লেডিস বাথরুম তৈরী হয়েছে।

কবিতা

নারী স্বাধীনতা

নারীরা কী সত্যিই স্বাধীন ?
সমাজ কী পেরেছে করতে তাদের মুক্ত ?
নাকি আজও তারা পরাধীন
কলঙ্কের সাথে যুক্ত।

বাবা পথ প্রদর্শক
স্বামী পথসঙ্গী
শেষ জীবনে সন্তানরাই পথের সমাপ্তি
নারীরা কী সত্যিই স্বাধীন ?

হলে পরে ধর্ষণ
নারী করে হাহাকার
কে শোনে তার চিৎকার
সমাজ করে তাকে ছি ছিকার
নারীরা কী সত্যিই স্বাধীন ?

শেষে বলি
নারী মানেই শক্তি
সমস্ত পাপের বিনাশ
সমস্ত পাপীদের শাস্তি।

.....

অনন্যা মণ্ডল
B.Sc. Geography Hons(SEM-III)

কবিতা

ফিরে দেখা ছেলেবেলা

ছেলেবেলা ভালো ছিল,
আজও মনে পড়ে।
আজও তার স্মৃতিগলি নাড়া দেয় জোরে।
সারাদিন খেলাধূলায় ভরা ছিল দিন,
আজও মোর দ্যুতিতে হয়নি তা ক্ষীণ।
নিষ্পাপ দিনগুলি চলে গেছে আজ,
বয়সের সাথে সাথে বেড়েছে কাজ
খেলানাবাটি খেলনায় মজা হত রোজ,
আজও তাই মনটা যে করে তারই খোঁজ।
লুটোপুটি আনন্দে মজা হত কি যে,
আজও আমি ঘুরেফিরে খোঁজ করি তাকে।

কুমকুম সাহা
কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স (SEM-III)

কবিতা

প্রথম প্রতিশ্রুতি

প্রথম জীবনে যুবক-যুবতী
সাদা দুই মোমবাতি।
কিছু কিছু রঙিন হয়
আবার কিছু কিছু রং বিহীন।
আসতে আসতো ক্ষয়ে যেতে থাকে
জীবন নদী—
মোহনার খোঁজে তারা
এগোচ্ছে রোজ।
প্রতিশ্রুতি থাকে তাদের
একসাথে থাকার,
শুরু হয় নতুন জীবন
জ্বালিয়ে রাখার।
হাসি-খুশি, দুষ্টুমি
হয় কিছু দিন —
একজন চলে যায়
হঠাৎ একদিন।
অপর জন কাঁদে শুধু
কি করবে এখন?
মোহনার খোঁজ করে
সে সাবগ ক্ষণ।
প্রতিশ্রুতি ভেঙে রেখে
চলে গেলো সে,
আরেক জন ভাসছে তার
জীবন নদীতে।
বারির ন্যায় বইতে থাকে
একজন যখন—
আরেকজন খোঁজ পায়
মোহনার তখন।
যুবক-যুবতী
সাদা দুই মোমবাতি,
ভেঙে যায় তাদের সেই
প্রথম প্রতিশ্রুতি।

প্রিয়ঙ্কা দাস
পলিটিক্যাল সায়েন্স (SEM I)

কবিতা

বেদখল

শহর দেখছে শিক্ষার অবক্ষয়
শিক্ষার্থীদের দোষ দেখে তার ললাটে,
বইগুলো আজ ক্লান্ত অবশেষ
বাহিরটা তার আধুনিকতার মলাটে।

আমার শহরে ফুটপাতে বেঁচে বই
কাঁচের বাক্স বাকি সব আধুনিকতা।
হাতে ফেরে নামিদামি হ্যাণ্ডসেট
দরদাম চড়ে বইয়ের দোকানে ক্রেতা বিক্রেতা।

কালি কলম আজ মুখবন্ধি খাপে
শুভেচ্ছা তাই টাইপ দিয়ে করি,
রানারের বুকে আর নেই দুরু দুরু
সাদ কাগজ আজ ক্লান্ত বকের সারি!

আমার শহরে জন্ম আসর বসে
বায়না মেটানোর খরচ হরদম,
সবার মাঝে দু-একজন থাকে ব্রাত্য
ঠিকানা যাদের সুদূর বৃদ্ধাশ্রম।

আমার শহরে প্রেম জমে আজ ক্ষীর
শহরে রাস্তায় প্রণয় বাঁকে সস্তায়,
অভিসার শেষে অভিমান টানে ইতি
পরিণাম তার দেহবন্দি বস্তায়!

আমার শহর কংক্রিটে ঢাকে দেহ
মাটি হীনতা কুমোটুলির প্রাণে,
গ্রামের চাষীরা পণ্য ভরায় শহর
শহর জানে আধুনিকতার মানে।

আমার শহর শিল্পের প্রসার আজ
হাত হাতুড়ির নিত্য আনাগোনা,
চিমনি গুলো ধোঁয়ায় ঢেকেছে আকাশ
শহরটা আজ ঠিক যায় না চেনা।

আমার শহরে বিশ্বায়নের জোয়ার
শহরটা আজ বড্ড যান্ত্রিক!
ধনী ও ভিক্ষা বাঁকা পথে চায় রোজ
এ শহরে আর বাঁচেনা প্রান্তিক।

.....

গৌরব দাস
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (SEM-I)

স্বাধীনতার ৭৫

বছরগুলো হাঁফসে উঠেছিল বিদেশি কারাগারে,
শাসনের নামে অত্যাচারে উত্তপ্ত
হয়েছিল আমার দেশ।
দেশীয় রক্ত বইছিল খালের মত চোখের
জলে মাটি হয়েছিল কাদায় পরিণত।
সন্তান হারার কান্না তখন প্রতিটি ঘরে ঘরে,
কাল যে তাদেবগ ক্ষুদিরাম ফাঁসিতে মরে।
ব্রিটিশ ভাবে দেশ ঠাণ্ডা হবে, মাস্টারদা
বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ভগৎ সিং
আরো আরো অনেক বিপ্লবী বলে প্রাণ যাক
অত্যাচারের বদলা নেব তুলে।
সেই দিন কাজী নজরুলের কবিতা প্রমাণ করে,
কলমের ধার তরবারি কেউ হার মানাতে পারে।
ব্রিটিশরা ভাবতে পারিনি ভারতীয়রা কি করতে পারে।।
বসে থাকো শান্ত শিব যেভাবে পরিণত হয় রুদ্রমহাকালে,
প্রতিটি সংগ্রামীর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি
কাঁপুনি তুলে দেয় ব্রিটিশদের মনে।
ধীরে ধীরে হাতছাড়া হতে থাকে দেশ
ইংরেজ সরকারের হাত থেকে।
ব্রিটিশ মাথা সিদ্ধান্তে আসে ছাড়া যাবে না দেশ,
চালাও গুলি সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের
হত্যাকাণ্ড ঘটে।
এক হাতে চোখের জল মুখে আর
এক হাতে পতাকা নিয়ে,
বন্দেমাতরম্ ধ্বনী দিয়ে সারো দেশে
জ্বলে ওঠে স্বাধীনতার দাবানল।
তাতে একে একে ভস্ম হতে থাকে
ইংরেজ বাহিনী,
তাতেও দেশ স্বাধীন হয়নি।

সত্যাগ্রহ, অহিংসা, ডান্ডি অভিযান,
ভারত ছাড়ো অআন্দোলন, তৈরি হলা
ইতিহাস বাকি ছিল স্বাধীনতা।
আর ভালো লাগেনি, নেতাজী
দ্ধিান্তই আসে ইটের জবাব দেবা
পাটকেলে।
অবশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ-ভারতীয় শক্তি
ভেঙে দেয় ব্রিটিশ কারাগার,
১৯০ বছর পর ভঅরতেসবাধীনতা এলো।
তারপর পেরিয়ে গেছে ৭৫টা বছর,
আজ সারা বিহ্ব ভারতকে জানে।।

গোবিন্দ রাজবংশী
পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স (SEM-I)

গল্প

স্বপ্ন-গল্প-সত্য

তনয়ার জীবনকে নরক করে তুলেছে একটা স্বপ্ন। শুধু একদিন নয়, সেই একই স্বপ্ন সে বারবার দেখে। একটা অদ্ভুত সুন্দর জায়গা যেখানে সব মানুষ ছুটছে। হ্যাঁ ছুটছে, কেন ছুটছে কেউ জানে না। সে সবাইকে জিজ্ঞেস করে তারা কেন ছুটছে। কিন্তু কেউ কোনো উতন্তনর না দিয়েই দৌড়তে থাকে কিংবা সেকেন্ডের ভগ্নাংশে শুধু এইটুকু বলে যায় - ভাবার সময় নেই, ছুটতে হবে। অগত্যা সেও সবার কথা শুনে ছুটতে শুরু করে কিন্তু বেগ ক্ষণ ছুটতে পারে না, হাঁপিয়ে ওঠে। যখন থামে তখন দেখতে পায় চারপাশের অপরূপ সৌন্দয্য যা ছোটার সময় মোটেই চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে কেউ হাঁপিয়ে গেলে দাঁড়াতে বাধ্য হয়, তখন সেই সৌন্দর্য্যের একটু ঝলক হয়তো চোখে পড়ে যা মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। কারণ চারপাশের মানুষ যে সৌন্দর্য্যকে উগে ক্ষা করে ছুটছে সেটা দেখে ফেলা যে ভয়ংকর পাপ। যদিও লোকের দাঁড়ানোর সময় নেই তাও তো সবাই ছুটতে ছুটতেই ছি ছি করবে।

দৌঁড়তে দৌঁড়তে হঠাৎ এক জায়গায় তনয়া থমকে দাঁড়ায়। একটা শিশু রাস্তার ধারে পড়ে আছে। কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। সে সরল মনে শিশুটাকে কোলে তুলতেই আশপাশের লোকেরা ছুটন্ত অবস্থাতেই হাসতে থাকে। চারিদিকে কী হচ্ছে কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না তার। ছোটার পথ সে অনেক নারকীয় দৃশ্য দেখতে পায়। নৃশংসভাবে কোনো পশুর হত্যা করে সবাই তার রক্ত মাংস খাচ্ছে। কোথাও কোনো মানুষকে উলঙ্গ করে কিছু লোক বিভৎস আনন্দে মেতে উঠেছে।

তনয়া ভয়ে তার এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে পারে না। কিন্তু না বললেও তার মা-বাবা এখন রোজ রাতে দেখেন মেয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বসছে কিৎবা ডুকরে কেঁদে উঠছে৩ মেয়ের এরকম অবস্থা দেখে ওনারা তনয়াকে অনেক ডাক্তার দেখালেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি তেমন কিছুই হল না। শেষে এক ডাক্তার বললেন, 'আমার মনে হয় আপনারা মেয়েকে একবার প্রফেসর শান্তকুমারের কাছে নিয়ে যান। উনি যদিও পেশাদার মনোবিদ্ নন কিন্তু ওনার কাছে গেলেই ফল পাবেন। আমি ওনার সাথে আপনাদের অ্যাপয়েনমেন্ট করে দিচ্ছি।'

শহর থেকে প্রফেসরের বাড়ি যেতে গাড়িতে মিনিট কুড়ি লাগল। গ্রারে মধ্যে প্রায় একটা প্রাসাদসম বাড়ি। যার সামনে রয়েছে বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। যেখানে অনেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলাধূলা করছে, পড়াশোনা করছে। বিগত তিন মাসে তনয়ার মুখে একদিনও হাসি দেখা ায়নি। হাসিখুশি বুদ্ধিমতী মেয়েটা যেন কেমন হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে গাড়ি থেকে নামতেই ওর মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। এদিকে প্রপেসরকে খুঁজে পেতেও বেশি সময় লাগল না। তিনি দেশের নামী এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন পদার্থবিদ্যা পড়ানোর পর খন অবসর জীবনে এই গ্রামে থাকেন। আর ছেলেমেয়েদের উচ্চ আদর্শে গড়ে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

প্রথমে প্রফেসর তনয়ার মুখ থেকে সব কথা শুনলেন। তারপর ওর মা-বাবার কথাও শুনে বললেন, 'তো আপনাদের মনে হয় মেয়ে পাগল হয়ে গেছে?'

ওনারা কোনো উত্তর দেন না। কিন্তু এই নীরবতাই বুঝিয়ে দেয় ওনাদের মনের কথা। শান্ত স্বরে প্রফেসর বলে উঠলেন, 'যদি আপনাদের এটাকে পাগলামি মনে হয় তবে সেটার জন্য দায়ী আপনারা।'

'আমরা?' — দম্পতি অবাক হয়ে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, আপনারাই দায়ী। শুনতে বা মানতে না চাইলেও এটাই সত্যি। মেয়েটা আপনাদের ছোট থেকে ছুটতে দেখেছে আর আপনারাও ওকে ছুটতে শিখিয়েছেন। কেন ছুটতে হবে সেটা শেখান নি বা হয়তো নিজেরাও কখনো সেটা শেখেন নি বা শিখতে চান নি কিংবা এটাও হতোপ রে আপনারে সেটা শেখানোর মতো কেউ ছিল না।'

'আপনি কী বলছেন আমাদের মাথায় কিছুই ঢুকছে না?'

'মাথায় ঢুকলেও ব্যাপারটা মানতে গেলে আপনাদের ইগো হার্ট হবে। যতই হোক এতদিন যে বস্তাপচা ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছেন সেগুলোকে আমি হঠাৎ কর ভেঙে দিতে চাইলে আমাকেও আপনারা পাগল বলে পালাবেন।'

কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে প্রফেসর দীর্ঘশ্বাস ছড়ে বলেলেন, 'তনয়া স্বপ্নে যেটা দেখেছে সেটা তার বাস্তবের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। আপনাদের সমষ্টিগত কাল্পনিক দুনিয়ার কেউ টাকার পিছনে ছুটছে, কউে মেয়ের পিছনে, কেউ নেশার কিংবা কেউ আরা পাঁচটা জাগতিক কামনার আগুনে ভস্মীভূত। কিন্তু অদ্ভুত কথা বেশিরভাগ লোক সেটাকে না জেনে করছে। সেটা জানতে চাওয়াটা যদি৩পাগলামি হয় তবে আমিও তনয়ার মত একটা পাগল।'

কেন জানি না দম্পতির মুখে একটা হতচকিত, অপমানিত ও ভয়ার্ত আবেগের মিশেল প্রস্ফূটিত হল। প্রফেসর অভয় দেন, 'চিন্তা করবেন না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনারা কিছুদিন এখানেই থাকুন। তনয়ার সাথে আপনাদেরও চিকিৎসা চলবে। এতদিন ক্ষণস্থায়ী জাগতিক সুখের জন্য নাম, গাড়ি, বাড়ি টাকার পিছনে ছুটেছেন। এবার প্রশ্ন করতে শিখুন, প্রশ্ন করা পাপ নয়। প্রশ্ন করুন। ভাবুন। তারপর মনে হলে আবার ইঁদুর-দৌঁড়ে যোগ দিন।'

এতদূর পড়ে অনেক পাঠক-পাঠিকার মনে হতে পারে, 'আরে কহনা ক্যায়া চাহতে হো?' সত্যি বলত আমারও মনে হল আমার দ্বারা আর হবে না। তাই ঠিক করলাম এতদূর লিখে গল্পটা আমি তনয়ার কাছে পাঠিয়ে দেবো। প্রুফ সংশোধন করে বাকিটা সে নিজেই লিখে দেবে। ঠিক ধরেছেন, তনয়া জিন্দা হ্যায়। কারণ এটা গল্প নয়, তনয়ার জীবনের একটা ঘটনা। কাজে বাকিটা ওর মুখ থেকেই শুনুন—

'হে বন্ধু সকল, শুনো তবে মম কথা, কৌশিক মোটামুটি সব ঠিকই লিখেছে। তাও বলছে যখন আরো কিছু যোগ করে দিচ্ছি। যেমন আমিই সেই তনয়া, দুই বছর আগে আমার সাথে উপরে বর্ণিত ঘটনাটি ঘটে। আসলে ছোট থেকে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের দেওয়া বিরাট প্রত্যাশার চাপ আমি নিতে পারি নি। অনেক টাকা দিয়ে কোচিং নেওয়া সত্বেও জয়েন্টে খুবই খারাপ রেজাল্ট হয়। পরেরবার দিলাম,

অআবারও সেই একই কেস। ভাবলাম, আমি লুজার। কিন্তু গল্পে যাঁকে প্রফেসর বলা হয়েছে তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমি বুঝতে পারি, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নটা তো আমার ছিল না। ওটা তো আমার উপর সবাই এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল যেন ওটা আমিই দেখেছিলাম। আমার তো বাস্তবে অন্য কিছুই ভাললাগত, অন্য কিছুই হত চেয়েছিলাম। তাহলে আমি কেন লূজার? কেন লোকের ইচ্ছা পূরণে নিজের জীবন নষ্ট করব?

ব্যাস, আমার পুরনো গল্প ওখানই শেষ। খুঁজে পেলাম নিজেকে নতুন করে। শুরু হল লোকের বানানো দুনয়া ছেড়ে আসল দুনিয়ার পথ চলা। আমার চারপাশের মানুষ, সোশ্যাল মিডিয়া, অলগরিদমস আর আমার উপর যেমন খুশি রাজত্ব করতে পারে না। কারণএখন আমি শিখে গেছি প্রশ্ন করা। এর মানে বিনা কারণে সব কিছুর বিরোধিতা করা নয়। একটা শান্ত বুদ্ধিদীত অনুসন্ধিৎসু মস্তিষ্কের কিছু জানতে চাওয়ার আকাঙ্খা। হুজুগের বদলে যুকিতও সত্যতা দিয়ে বিচার না করেই যদি সব করব তাহলে হোমো সেপিয়েন্স কেন?

আমার মা-বাবা যারা আগে অন্ধবিশ্বাসী ছিল তারাও এখন প্রশ্ন করতে শিখে গেছে।যুক্তিসংগত কথা ছাড়া তারা আর কিছুতে বিশ্বাস করে না। ওইদিকে প্রফেসরও ভালো আছেন। আমার মতো পথভোলা মেয়ে বা ছেলেকে স্বনির্ভর হতে শেখাচ্ছেন। আচ্ছা গল্পটা কি আমি বোরিং করে দিলাম? কী করব বলুন? স্বপ্নটা বেশ ছিল। কিন্তু সত্যটা যে অনেকটা এরকমই।'

গোবিন্দ রাজবংশী
পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স (SEM-I)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ - (২০২২-২৩)

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন- ২০২৩

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন - ২০২২

এন.এস.এস. এবং এন.সি.সি.-র কর্মসূচি- ২০২২-২৩

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষক সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

বাংলা বিভাগ

বটানি বিভাগ

দর্শন বিভাগ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

রসায়ন বিদ্যা বিভাগ

পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ

ভূগোল বিভাগ

দেওয়াল পত্রিকা

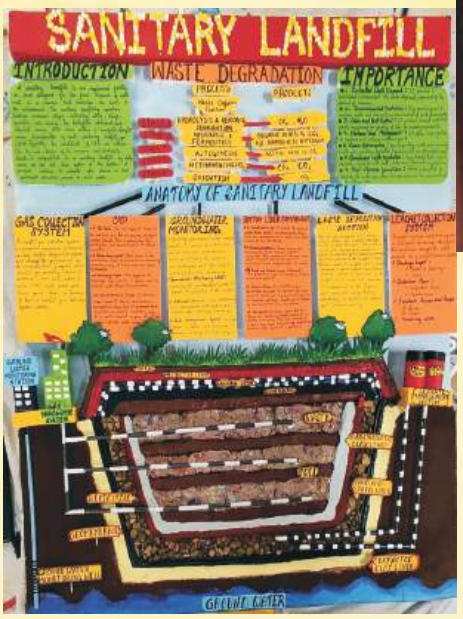

পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ

বটানি বিভাগ

দেওয়াল পত্রিকা

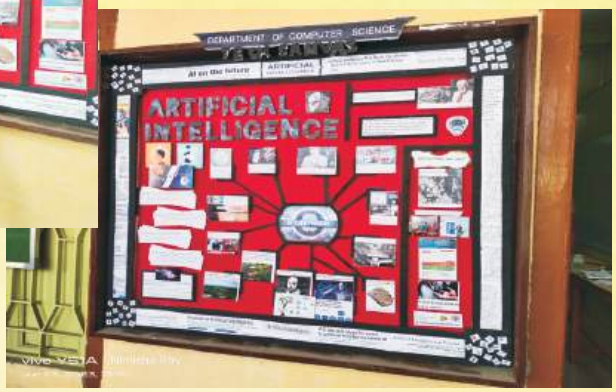

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

ইংলিশ বিভাগ

দেওয়াল পত্রিকা

রসায়ন বিভাগ

ইতিহাস বিভাগ

জীববিদ্যা বিভাগ

দেওয়াল পত্রিকা

সংস্কৃত বিভাগ

বাংলা বিভাগ

চিত্রাঙ্কণ

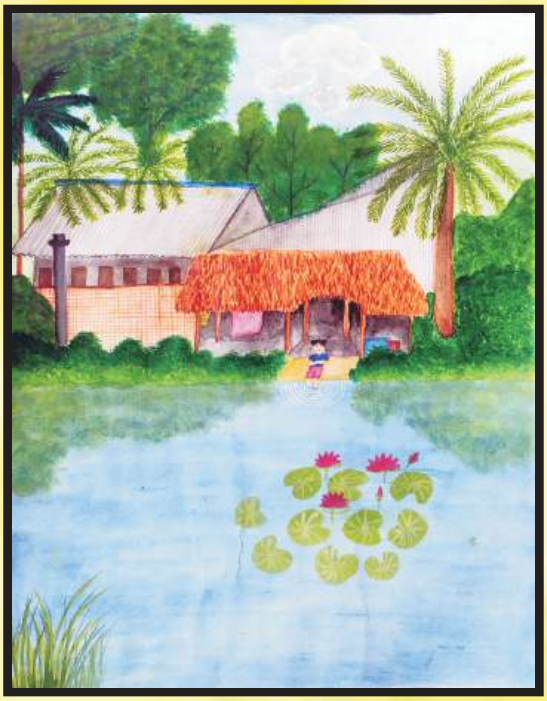

অনিন্দিতা বিশ্বাস
জ্যুলজি অনার্স (SEM-I)

ইশা মণ্ডল
জ্যুলজি অনার্স (SEM-I)

চিত্রাঙ্কণ

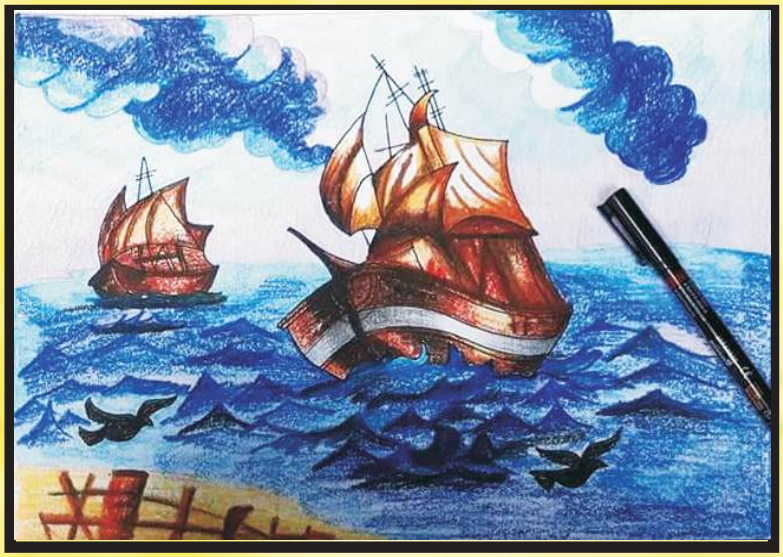

তিথি সাহা
এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স অনার্স (SEM-VI)

ঋতু ঘোষ
বি.এ (SEM-III)